আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিষধর সাপের কামড়ে শফি মন্ডল (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার খাদিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফি মন্ডল ওই গ্রামের নূর বক্স মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করতে বাড়ি থেকে বের হন শফি মন্ডল। নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিষধর সাপ তাঁর পায়ে কামড় দেয়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা গেছেন।

মেহেরপুরে সাপের কামড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের নুরপুর গ্রামে সাপের কামড়ে বিলকিস আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত বিলকিস আক্তার নুরপুর গ্রামের বাসিন্দা খোকনের স্ত্রী। তিনি তিন সন্তানের জননী। তার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে অবস্থান করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা জানান, সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে বিলকিস নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় একটি সাপ তাকে কানে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। সেখানে ঝাড়ফুঁক করার পরও তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

পরে তাকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, সাপের বিষের প্রতিষেধক (অ্যান্টিভেনম) না থাকায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।

স্বজনরা দ্রুত তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গায় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ঘুমানো অবস্থায় সাপের কামড়ে আব্দুল্লাহ (১২) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল্লাহ উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের আল আমিন জোয়ার্দ্দারের ছেলে। সে স্থানীয় ঘোলদাঁড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আব্দুল্লাহকে সাপে দংশন করে। তবে অন্ধকারে সাপটি কোথাও দেখতে না পাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। বিষক্রিয়ায় কিশোরের শারীরে যন্ত্রণা শুরু হলে স্বজনরা তাকে প্রথমে গ্রামের এক কবিরাজের কাছে নিয়ে যান। কবিরাজ পরীক্ষা করে জানান, তাকে সাপে কাটেনি।

যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আব্দুল্লাহ ছটছট করতে থাকে। যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকলে তাকে দ্বিতীয় আরেকজন কবিরাজের কাছে নেওয়া হয়। তবে সেখান থেকেও কোনো সমাধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কবিরাজি চিকিৎসার প্রভাবে হাসপাতালে নিতে দেরি হওয়ার এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান। এদিকে সন্তানের এই মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম চলছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাপের কামড় সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এন্টিভেরম ভ্যাক্সিন দিয়ে চিকিৎসা আওতায় আনতে হবে। সচেতনতার অভাবে এভাবে একজন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অকালে ঝরে গেল,বিষয়টি এলাকাবাসী মেনে নিতে পারছে না।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে নুসাইবা (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নুসাইবা অনুপনগর গ্রামের কামরুল মিয়ার মেয়ে। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির আশপাশে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ একটি সাপ নুসাইবাকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেলের দিকে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নুসাইবার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্ধ্যার দিকে নিথর মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাবার আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। স্বজন ও প্রতিবেশীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মন্ডলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

মাইশা আক্তার কল্যাণপুর গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে।

স্বজন ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, মাইশা আক্তার নিজ বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে খেলাধুলা করার সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় মাইশা আক্তার কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীরা সাপে কামড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এম কে রেজা জানিয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে শিশু মাইশা আক্তারকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এ কারণে তার শরীরে দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাসপাড়া গ্রামের সেলিম হোসেন ( ২৮) নামের যুবকের মৃত্যু হয়। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ছয়টাই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের

খাসপাড়া গ্রামের মৃত. মনির উদ্দিনের ছেলে। নিহত সেলিম হোসেন দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

নিহতের স্বজনেরা বলেন, রাতে সাপে কামড়ানোর পরই একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে সদর হাসপাতালে নেয়া হয় সেলিমকে। হাসপাতালে সরকারিভাবে সাপের বিষের প্রতিষেধক (অ্যান্টিভেনম) সাপ্লাই ছিল না। বাইরে থেকে অ্যান্টিভেনম কেনার পরামর্শ দেয়া হয়। অত্যান্ত দারিদ্র পরিবার তারা। সঙ্গে করে মাত্র সাত হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল। আর এক ডোজ অ্যান্টিভেনমের (১০ পিচ) মূল্য ১৪ হাজার টাকা। ফার্মেসি দোকানদার বাকি দিতে না চাওয়ায় ভাড়া করা মাইক্রোবাসের চাবি বন্ধক রাখা হয়। এরপরই এক ডোজ অ্যান্টিভেনম আমাদের দেন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে আসার প্রায় এক ঘন্টা পর অ্যান্টিভেনম তার শরীরে পুশ করা হয়। এরপরও সেলিমকে বাচানো গেল না। যদি হাসপাতালে কিংবা ফার্মেসি থেকে তাৎক্ষনিকভাবে পাওয়া যেত তাহলে হয়তো সেলিমকে বাচানো সম্ভব হতো।

তিনি আরও বলেন, গতকাল রোববার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। রাতে যে কোন সময় একটি বিষধর সাপ সেলিমের গলায় পেচিয়ে ধরে গলাতেই কামড় দেয়। এরপরই রাত ২টার দিকে সেলিমকে উদ্ধার করে মাইক্রোবাস ভাড়া করে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেলিমের দুটি ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। তার মা অন্যের বাড়িতে কর্ম করেন। সেলিমও দিনমজুর ছিলেন। তার মৃত্যুতে একটি পরিবারের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। আজ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে নিজ গ্রামে দাফন সম্পন্ন হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মোরশেদ আলম বলেন, সাপের কামড়ে রাতে একজন যুবক সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। অ্যান্টিভেনম পুশ করা হয়েছিল। পরে ভোর ৬টার দিকে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান বলেন, প্রায় মাস খানেকের বেশি দিন যাবত হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম সাপ্লাই নেই। বেশ কয়েকবার ঢাকাতে যোগাযোগ করেছি। এখনো অ্যান্টিভেনম দেয়নি।

গাংনীতে সাপের কামড়ে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

পিতা মাতার অসচেতনতা ও অবহেলায় প্রাণ গেলো স্কুল ছাত্র কিরন হোসেনের (১১)। সাপের দংশনকে পিঁপড়ায় কামড়িয়েছে মন্তব্য করে চিকিৎসা না দিয়ে ঘুম পাড়ান তারা। অবশেষে মারা গেলো শিশুটি।

কিরণ হোসেন গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার রহিদুল ইসলামের ছেলে ও কাজীপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ আগষ্ট) ভোররাতের দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি।
আর আগে বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে সাপে কাটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আজিজুল হক জানান, কিরন রাতে ঘরে ঘুমিয়েছিল । রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে শিশুটির পায়ে সাপে কামড় দেয়। সে ঘুম থেকে জেগে বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে জানান। এটি পিঁপড়ের কামড় বলে ছেলেকে ঘুমাতে বলেন। শেষরাতের দিকে কিরনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন পরিবারের লোকজন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা কিরনের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু

এন্টিভেনম ইনজেকশন দিয়ে ও সাপের কামড় থেকে বাঁচতে পারেনি ফরহাদ হোসেন (১৪)। আজ বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের বলুহর গ্রামের বকুলতলা পাড়ায়।

প্রতিবেশী বিমল শর্মা বলেন,গতকাল বুধবার রাতে মাটির ঘরে শুয়ে ছিল ফরহাদ হোসেন(১৪)। ঘুমন্ত অবস্থায় ওই রাতে সাপে কামড় দেয় তাঁর ঠোটে। বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানালে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,পরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা।

হাসপাতালে ইনজেকশন এন্টিভেনম না থাকায়,ফরহাদের স্বজনদের ইনজেকশন কিনে আনতে বলেন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক। এরপর তাঁর স্বজনরা ১৪ হাজার টাকা দিয়ে এন্টিভেনম কিনে আনেন। পরে ওই ইনজেকশন দেয়ার পর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

ফরহাদ হোসেন কোটচাঁদপুরের বলুহর গ্রামের বকুল তলা পাড়ার শান্তি হোসেনের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন শুভ্র রানী দেবনাথ বলেন,হাসপাতালের দায়িত্ব আমার না। ওখানে তত্ত্বাবধায়ক আছেন রেজাউল ইসলাম। তিনি বলতে পারবেন। তবে এন্টিভেনম হাসপাতালে নাই এটা আমি জানি। কারন কয়েক দিন আগে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মিটিংয়ে বিষয়টি সবাইকে জানানে হয়ে ছিল।

আলমডাঙ্গার হাটখোলা পাঁচলিয়ায় সাপের কামড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার হাটখোলা পাঁচলিয়ায় সাপের কামড়ে ১০ম শ্রেণীর স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ শুক্রবার ভোর পর্যন্ত টানা ৭ ঘন্টা কবিরাজের অপচিকিৎসা (ঝাড়ফুঁকে)র কারণেই স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, দাবি এলাকাবাসীর। পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের হাটখোলা পাঁচলিয়া গ্রামে ঘটেছে। স্কুলছাত্রী ওই গ্রামের টাইলস মিস্ত্রী শরিফুল ইসলামের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল স্কুলছাত্রী ঐশী খাতুন (১৫)। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রায় রাত ১১ টায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এরপর ঐশী ছটফট করতে থাকে। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে স্থানীয় কবিরাজকে খবর দেয়। ওই স্কুলছাত্রীর মামা আজব আলিসহ কয়েকজন কবিরাজ কয়েক ঘন্টাব্যাপী ঝাড়ফুঁক ও হাত চালানের মাধ্যমে বিষ অপসরণের চেষ্টা চালায়। আজ শুক্রবার শেষ রাতে ওই স্কুলছাত্রীর শরীর থেকে বিষ বের করতে সক্ষম হয় বলে দাবি করেন কবিরাজেরা। দীর্ঘ সময় পার হওয়ায় তার শারীরিক অবস্থার উন্নতির বিপরীতে অবনতি হয়। ততক্ষণে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ক্রমেই তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে পরিবারের লোকজন ওই স্কুলছাত্রীকে ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, স্কুলছাত্রী ঐশি আর বেঁচে নেই।

জামজামি ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং (ইউপি) সদস্য মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, মেয়েটির বাড়ি আমার ওয়ার্ডে। সাপের কামড়ে মেয়েটি মারা গেছে। ঘটনার পর থেকেই ঝাড়ফুঁক করা হয়। গ্রামের মানুষ সচেতন নয়। রাতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে নিলে তার মৃত্যু হয়। নেওয়া উচিত ছিল।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার নওলামারী গ্রামে সাপের কামড়ে জোসনা খাতুন
(৪২) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। জোসনা খাতুন খাসকররা ইউনিয়নের নওলামারী গ্রামের শাহিন হোসেনের স্ত্রী।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জোসনা খাতুন সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার বাড়ির রান্না ঘরের পাশে ঝোঁপে খড়ি গোছাতে যায়। এসময় ঝোঁপে থাকা একটি বিষধর সাপে তাঁকে দংশন করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাত ৮ টার দিকে পরিবারের লোকজন তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর

হাসপাতালে নেওয়ার পথে জোসনা খাতুন মারা যান।

সাপের কামড়ে জোসনা খাতুন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাছফির আহমেদ মল্লিক লাল বলেন, সোমবার সন্ধ্যায় সাপের কামড়ে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা গেছে। অনেক সময় সাপে কাটা রোগীদের স্বজনেরা ওঝা ডেকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দেরি করে ফলেন। এতে অনেকে মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জোবায়দা জামান জয়া বলেন, সাপের দংশনে নারী হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।